কথাকৃতি ॥ নাট্যপত্র

বিশেষ সংখ্যা ২০২২

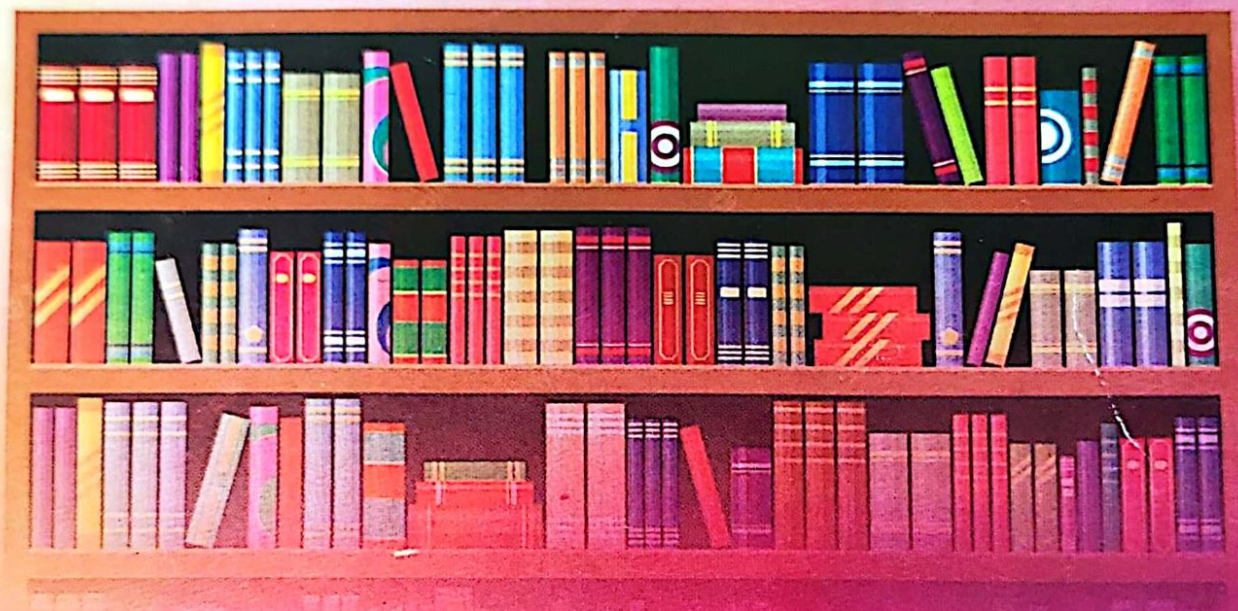

বিবিধ
ও
প্রভাতকুমার দাস

CamScanner

॥ কথাকৃতি ॥

নাট্যপত্র ২০২২
৩৪তম বর্ষ, ৩৫তম সংখ্যা
একটি দ্বিভাষিক ইউজিসি কেয়ার লিস্ট পত্রিকা
সাহিত্য শিল্পকলা বিষয়ক

Kathakriti Natyapatra 2022
34 year 35th issue
A UGC Care list Bi-Lingual Research Journal
on
Arts & Humanities Visual Arts & Performing Arts

Editor in Chief
Sanjib Ray
Managing Editor
Mou Chakraborty

প্রধান সম্পাদক
সঞ্জীব রায়
কার্যনির্বাহী সম্পাদক
মৌ চক্রবর্তী

ঠিকানা
টিজি ২/১০, তেঘরিয়া, কলকাতা ৭০০১৫৭

আর্থিক সহযোগিতা সংগীত নাটক আকাদেমি, দিল্লী

CamScanner

সূচি

- সম্পাদকীয় ০৭
- নাটককার রবীন্দ্রনাথ সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ০৯
- আমার নাম ইন্দুবালা সন্দীপ ঘোষ ১৩
- ফিরে দেখা শরৎ সাহিত্যে নারী প্রগতি মাইতি ১৬
- তথ্যচিত্রে বাস্তবতার পাঠবিষয়ে এক নাট্যদর্শকের কিছু বিক্ষিপ্ত কথাবার্তা সুব্রত ঘোষ ২১
- অলকনন্দা রায়ের সাক্ষাৎকার সুকৃতি লহরী ২৫
- নিজস্ব থিয়েটারের সন্ধানে জয়তি বোস ৩১
- লোকগানে স্বরলিপি ঃ অধ্যাপিকা মাধবী রুজ সাক্ষাৎকার মৌ চক্রবর্তী ৩৪
- এখানে যা কিছু ঘটে যেতে পারে পিটার ব্রুক ও তার বহুমাত্রিক থিয়েটার সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় ৪৪
- বেতার নাটকে শম্ভু মিত্র অয়ন্তিকা ঘোষ ৪৭
- শমীক যখন মাস্টারমশাই কল্যাণী ঘোষ ৫০
- 'নায়কের অকাল প্রস্থান' ঃ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনীগ্রন্থ লেখার নেপথ্যকাহিনি তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৪
- নাটক শুধু মঞ্চের ? সৌমিত্র বসু ৫৯
- যেখানে হৃদয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সুতো দেবেন্দ্র কুমার দেবেশ ৬২
- অন্তরের বেদ তাও অন্তরায় গৌতম চ্যাটার্জি ৬৫
- অভিনয় দেবেন্দ্র কুমার অঙ্কুর বিদ্যুৎ চক্রবর্তী ৬৭
- রামায়ণ অযোধ্যা ও আমাদের থিয়েটার রুদ্ররূপ মুখোপাধ্যায় ৭১
- ত্রিংশ শতাব্দী বিদ্যুৎ চক্রবর্তী ৭৫
- নাটককার গিরিশচন্দ্র প্রভাতকুমার দাস ৮০
- প্রতিভাময়ী প্রভা দেবী প্রভাতকুমার দাস ৯১
- সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রভাতকুমার দাস ১০৩
- বিশিষ্ট গবেষক প্রভাতকুমার দাস দেবাশিস রায়চৌধুরী ১০৫
- আমার বাবা উদ্ধৃতি দাস ১০৯
- জীবনপঞ্জি প্রভাতকুমার দাস ১১১

CamScanner

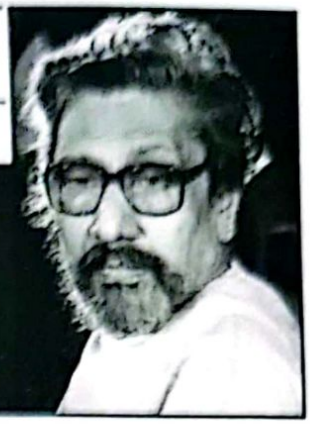

বেতার নাটকে শম্ভু মিত্র

অয়ন্তিকা ঘোষ

কলকাতা বেতারকেন্দ্রের শুক্রবার রাত আটটার এই ঘোষণা ছয়ের দশকে কাঁপিয়ে দিত কলকাতা ও তার আশেপাশের জনজীবনকে। তখন এমন কোনো মধ্যবিত্ত বাড়ি ছিল না যেখানে রেডিও ছিল না। আর রেডিও নাটকে কণ্ঠ দিলে শিল্পী হিসেবে কদর বাড়তো কেননা পারিশ্রমিক ছাড়াও জুটতো প্রচার, আর তার থেকেও বড় প্রাপ্তি নাট্যব্যক্তিত্ব হিসেবে সরকারি স্বীকৃতি। শম্ভু মিত্র (২২/০৮/১৯১৫-১৮/০৫/১৯৯৭)কলকাতা বেতারকেন্দ্রের সঙ্গে কেমনভাবে, ঠিক কবে যুক্ত হলেন সেটা ইতিহাস, খুচরো স্মৃতি, কিছু সরণি, দুর্লভ অভিজ্ঞতা —এই সবকিছু জড়ো করে এ বিষয়ে একটু সন্ধান চালানো যাক।

'কোরক' পত্রিকার প্রাক্-শারদ ২০০২ সংখ্যায় শাঁওলী মিত্র-র লেখা 'বেতার স্মৃতি' থেকে জানলাম — "আমরা মা-বাবার তো রেডিও কেনার পয়সাই ছিল না। 'সেতু' নাটক করতে করতে কোনো এক শততম রজনীতে মা একটি ট্রানজিস্টার উপহার পেয়েছিল। তখন সবে ঐরকম সেট বাজারে বেরিয়েছে। এই প্রথম আমাদের বাড়িতে রেডিও এল।" পেশাদারী মঞ্চে 'সেতু' মানে সালটা ১৯৫৯। বাড়িতে রেডিও আসার পরই তবে কি মনে হলো রেডিও-অভিনয়ের কথা! অন্য পরিচালক, প্রযোজকের অধীনে অভিনয়ের কথা বলতে চাইছি... গণনাট্য পর্ব পেরিয়ে আসার পর সেটা শম্ভু মিত্রের জীবনে মঞ্চের ক্ষেত্রে বড়ো একটা ঘটেনি, ইতিহাস বলছে, শম্ভু মিত্রের আগে বহুরূপীকে প্রয়োজন ছিল আকাশবাণীর। কীভাবে কারণ বেতার নাটক তখন দুরকমভাবে নির্মাণ হতো। এক, জনপ্রিয় প্রচলিত সংস্থার করা দলকে দিয়ে তাদের মঞ্চ নাটকের বেতার নাট্যরূপান্তর হিসেবে প্রয়োজন এবং দুই, বেতারের মানুষদের দিয়ে এবং বাইরের শিল্পীদের নিয়ে কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে হওয়া মৌলিক বেতার নাটক। এক্ষেত্রে বহুরূপীর যে মঞ্চ সফল নাটকগুলো আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছিল; তার মাধ্যমেই বেতারে সংযুক্তি ঘটে শম্ভু মিত্রের। ১৯৫৭ সালের ১৯শে জানুয়ারি রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' প্রথম প্রচারিত হয় কলকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে। তার নির্দেশনায় ছিলেন শম্ভু মিত্র, তাঁর অভিনীত চরিত্র 'রাজা', এ নাটকে অন্ধকারের রাজা হিসেবে মঞ্চেও অস্তিত্বহীন যে রাজার সার্বিক অস্তিত্ব দর্শক উপলব্ধি করতো কণ্ঠের মায়াময় জাদুর মুন্সীয়ানায়, বেতারে শুধুমাত্র কণ্ঠসর্বস্ব অভিনয়ে তা যেন আরও প্রাণ পেল। ঘরে ঘরে বেজে ওঠা রেডিওতে শোনা গেল শম্ভু মিত্রর বাচনভঙ্গীর রাজকীয় আভিজাত্য—

"আমি হয় পাবো, নয় নষ্ট করবো।
যাকে পাইনে তাকে দয়া করতে
পারিলে। তাকে ভেঙে ফেলাও খুব
একরকম করে পাওয়া।"

তারপর বেতার-নাটকে গ্রুপ থিয়েটার মানেই বহুরূপী এবং শম্ভু মিত্র।

পুতুল খেলা	১২.০২.৫৯	শম্ভু মিত্র	বহুরূপী
চার অধ্যায়	০৪.০৭.৬০	শম্ভু মিত্র	বহুরূপী
বিসর্জন	০৯.০৮.৬৩	শম্ভু মিত্র	বহুরূপী
ছেড়াঁতার	০৭.০৫.৬৮	শম্ভু মিত্র	বহুরূপী
দশচক্র	২৫.১১.৬৯	শম্ভু মিত্র	বহুরূপী
রাজা অয়দিপার্তস	৩১.০৩.৭০	শম্ভু মিত্র	বহুরূপী

এই নাটকগুলি দলগত প্রযোজনা হিসেবে খ্যাতি পেলেও শম্ভু মিত্রের উচ্চারণ-স্পষ্টতা। কণ্ঠস্বরের মার্জিত গাম্ভীর্য—তাঁকে সহজেই বেতার নাটকের শ্রেষ্ঠ অভিনেতায় পরিণত করলো। বিদেশী নাটকের রূপান্তরিত অনুবাদ এবং রবীন্দ্রনাটকে তাঁর অভিনয়শক্তির পূর্ণতম বিকাশ হয়েছিল। 'রাজা অয়দিপার্ডস'-এর রাজা আর 'রক্তকরবী'-র রাজার মধ্যে সহজেই তিনি অভিনয়ের পার্থক্য এনেছিলেন বলনসংযম, গাম্ভীর্য, ভাবের সুনিপুণ প্রয়োগে। শম্ভু মিত্রের কণ্ঠস্বর ঈশ্বরদত্ত, কিন্তু তাকে প্রতিমুহূর্তের যত্ন, চর্চা ও পরিশীলনে সতেজ ও সক্রিয় রাখতেন তিনি। তাঁর বাচনভঙ্গীমার মধ্যে রয়েছে

CamScanner